দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 09 JUL 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

40

প্রশ্নপত্র ফাঁস

এ বছরও কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এবং তার প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ কুমিল্লা বোর্ডের ১৯৯১ সালের এসএসসি পরীক্ষার ইংরেজী উভয়পত্র ও সাধারণ গণিতের পরীক্ষা বাতিল করেছেন। এসব পরীক্ষার কর্মসূচী পরে জানানো হবে। এছাড়া প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে এভাবে ভবিষ্যতেও পরীক্ষা বাতিল হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার খবর পূর্বেই ছড়িয়ে পড়েছিল, পত্র-পত্রিকায় ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রের ফটোকপিও প্রকাশিত হয়েছিল। পরীক্ষা গ্রহণকালে প্রমাণিত হল যে, ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র ও হলের প্রশ্নপত্র অভিন্ন। তারপরও পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং এ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হলে পরীক্ষা স্থগিত হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া একটা নিয়মিত ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফাঁস হওয়ার পর পরীক্ষা স্থগিত করা, তদন্ত কমিটি গঠন করাও হয়েছে অনুরূপ নিয়মমাফিকই। কিন্তু রোগের উপশম হয়নি মোটেই বরং বৃদ্ধিই পেয়েছে বলা চলে। সবাই জানেন, প্রশ্নপত্র সাধারণ ছাপাখানায় ছাপা হয় না। বিশেষ ব্যবস্থাধীনে নির্দিষ্ট সরকারী ছাপাখানায়ই ছাপা হয় আবার বিশেষ ব্যবস্থাধীনেই তা হল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। মুদ্রণ হতে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ পর্যন্ত কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। নির্দিষ্ট দায়িত্বশীল লোকদের ছাড়া এর সাথে অন্যের কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতা নেই। তবু এর মধ্য দিয়ে বছর বছর প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় এবং এ জন্য দুর্ভোগ পোহাতে হয় ছাত্র-ছাত্রীদের ও তাদের গার্জিয়ানদের। প্রশ্ন হলো, এই কেলেংকারি আর কতো দিন চলবে? আর কতো দুর্ভোগ পোহাতে হবে? শিক্ষার সর্বনাশ এভাবে আর কতকাল হতে থাকবে? কেন এসব দুর্বৃত্তদের চিহ্নিত করে, তাদের মধ্যে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় না যাতে ভবিষ্যতে কেউ আর এমন অপকর্ম করার দুঃসাহস না দেখায়? কেন সেই সব ফাঁক-ফোকর বন্ধ করা হয় না যা গলিয়ে দুর্নীতিবাজরা এই কেলেংকারি ঘটাবার সুযোগ পায়? ব্যবস্থাপনার ত্রুটি, দায়িত্বহীনতা কোথায় কি আছে, কোথায় সেই ঘাপলা তা সনাক্ত করতঃ কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ আজ অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইতোমধ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হওয়ার খবর বেরিয়েছে, আমরা আশা করবো, এ কমিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করে সব গলদ চিহ্নিত করবেন, তা প্রতিবিধানের সুপারিশ করবেন এবং সেই প্রেক্ষিতে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে এবং পরীক্ষা ব্যবস্থা করা হবে দুর্নীতিমুক্ত।

ইতোপূর্বে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে পরীক্ষার দুর্নীতি রোধে কঠোর আইন প্রণীত হওয়ার কথা জানা গেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধানও না-কি সে আইনে রাখা হচ্ছে। অবিলম্বে সে আইন পাস হোক এবং তার যথাযথ প্রয়োগ হোক, পরীক্ষার দুর্নীতি চিরতরে বন্ধ হোক, শিক্ষাঙ্গন হোক কলুষমুক্ত—আমরা তাই কামনা করি।